জলই সভ্যতার অপমৃত্যু ঘটাবে- অজয় মজুমদার দ্বিতীয় পাতায়...
"হোলি" যখন সম্রাটের খেলা- নির্মল বিশ্বাস দ্বিতীয় পাতায়...
আগুনে ভস্মিভূত দোকান তৃতীয় পাতায়...
প্রাথমিক পড়ুয়াদের বসন্ত উৎসব চতুর্থ পাতায়...

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 51 ❑ 09Mar, 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

বিজেপি কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ফ্লেক্স, বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল বনগাঁয়

প্রতিনিধি ঃ বিজেপি নেতা তথা বনগাঁ পৌরসভার কাউন্সিলর দেবদাস মন্ডলের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়লো। বৃহস্পতিবার সকালে বনগাঁ শিয়ালদহ শাখার ঠাকুরনগর স্টেশনে এই ফ্লেক্স ঘিরে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ফ্লেক্সে লেখা হয়েছে "তৃণমূলের এজেন্ট দেবদাস মন্ডলকে

জেলা সভাপতি পদে কোনমতে মানবো না।'' তাকে চোরাচালানকারী হিসেবেও দাবি করা হয়েছে। এই ঘটনায় বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এলো বলেই মনে করছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "ফ্লেক্স পড়ার ঘটনাটি বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। ওরা মানুষের উন্নয়ন করে না। মানুষের পাশে থাকে না। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার থাকে। বিজেপিকে নিয়ে ভাবার সময় আমাদের নেই।" এই ফ্লেক্স পড়ার বিষয়ে দেবদাস বাবু অবশ্য কোন মন্তব্য করতে চাননি। বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি রামপদ দাস বলেন, "ফ্লেক্স পড়ার ঘটনাটি আমার জানা নেই। জানতে পারলে তো আমি নিষেধই করতাম।'' অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বনগাঁয় বিজেপি নেতৃত্ব গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার। সাংসদ শান্তনু ঠাকুর ও জেলা সভাপতি রামপদ দাসের অনুগামীরা আড়াআড়ি ভাবে বিভক্ত। গত বিধানসভা ভোটের পর বিজেপি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মনস্পতি দেবকে সরিয়ে রামপদ দাসকে সভাপতি করে। সে সময় সাংসদ শান্তনু ঠাকুর রামপদ বাবুকে সরানোর দাবি জানিয়ে ছিলেন। যা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর চরম বিবাদ প্রকাশ্যে এসেছিল। তারপর থেকে বিজেপির যে কোনো দলীয় কর্মসূচিতে এক গোষ্ঠীর নেতাকর্মীদের দেখা গেলে সেখানে অন্য গোষ্ঠীর নেতাকর্মীদের দেখা যেত না। দেবদাস মন্ডল শান্তনু ঠাকুরের অনুগামী বলেই পরিচিত। দেবদাস বাবু জেলা সভাপতি হতে পারে এই সম্ভাবনায় তার বিরুদ্ধে আগে থেকেই পোস্টার মারা হলো বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত কলেজ ছাত্রী

প্রতিনিধি ঃ সাইকেল চালিয়ে কলেজে যাবার পথে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক কলেজ ছাত্রীর। শুক্রবার সকাল ৮ টা ১৫ নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার বিশ্বকর্মা হলের কাছে স্টেশন রোডে। পুলিশ জানিয়েছে মৃত কলেজ ছাত্রীর নাম সুস্মিতা ঘোষ (২২)। বাড়ি বনগাঁ থানার শক্তিগড় এলাকায়। পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন, সুস্মিতা গোবরডাঙা হিন্দু কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। এদিন কলেজে যাবে বলে বাড়ি থেকে বের হন। সাইকেল চালিয়ে বনগাঁ স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন। ওই সময় বিশ্বকর্মা হল এর কাছে পিছন দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাকে ধাক্কা মারে। রক্তাক্ত অবস্থায় ছিটকে পড়ে। ট্রাকের চাকা তার শরীরের উপর দিয়ে চলে যায়। তাকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করেছে। চালক পলাতক।

মুক্তিযুদ্ধে ভারত সহযোগিতা করেছিল জানালেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রতিনিধি ঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার সহযোগিতা করেছিল বলে জানালেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। শনিবার তিনি বিকেলে পেট্রাপোল বেনাপোল বন্দর এসেছিলেন দু'দেশের জয়েন্ট রিট্রিট সেরিমনিতে অংশ নিতে। তার সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশের বিজিবির ডিজি এ কে এম নাজমুল হাসান এবং বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গের আইজি অতুল ফুলজেলে। অনুষ্ঠান শেষে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ' আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিল। আমাদের প্রায় এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। সে কথা আমরা মনে রেখেছি, মনে রাখব। পাশাপাশি এদিন বিএসএফের ১৪৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে সীমা দর্শন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিএসএফ জানিয়েছে, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী এলাকায় যে সমস্ত সরকারি স্কুলগুলি রয়েছে সেই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝানো হয় কিভাবে বিএসএফের জাওয়ানরা কঠিন পরিস্থিতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কাজ করে থাকেন। বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গের আইজি অতুল ফুলজেলে বলেন, " আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের পেট্রাপোল সীমান্তে নিয়ে আসি এবং তাদের মনে যাতে দেশ প্রেমের জন্য উৎসাহ জাগে। দেশাত্মবোধ আরো যাতে জাগরিত হয় তাদের মধ্যে। আমরা দেখাই ভারত বাংলাদেশের জয়েন্ট সেরিমনি। যেখানে দু'দেশের জওয়ানেরা একসাথে কিভাবে প্যারেট করে।

১.৫ কোটি টাকার সোনার বিস্কুট সহ ধৃত ২ পাচারকারী

প্রতিনিধি ঃ বাইকের ভেতরে সোনার বিস্কুট লুকিয়ে রেখে পাচারের চেষ্টা বানচাল করল বিএসএফ। ২২টি সোনার বিস্কুট সহ দুই পাচারকারীকে আটক করল বিএসএফের ১৫৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানেরা। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পেট্রাপোল থানার পেট্রাপোল সীমান্তের জয়ন্তীপুর এলাকায়। বিএসএফ জানিয়েছে, আটক হওয়া ২২ টি সোনার বিস্কুটের ওজন প্রায় ২.৫৬৬ কেজি। যার আনুমানিক ভারতীয় বাজার মূল্য প্রায় ১,৪৪,০১,৫৭১ টাকা। ধৃত পাচারকারীর নাম জহির হুসেন মোল্লা ও গিয়াসউদ্দিন মন্ডল। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়। তাঁরা বাংলাদেশ থেকে সোনার বিস্কুট ভারতে নিয়ে আসার চেষ্টা করছিল। বিসএফ জানিয়েছে, এদিন জয়ন্তীপুর গ্রামের ফেন্স গেটের কাছে

মোটরসাইকেল সহ ধৃতদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। জওয়ানরা কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি করলে দুজনেই ভয় পেয়ে সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করে। দুজনকে আটক করে তল্লাশি চালালে মোটরসাইকেলের সিটের নিচে কালো রঙের কাপড়ে মোড়ানো ৩টি প্যাকেট থেকে উদ্ধার হয় বিস্কুট গুলি।

প্রার্থী তারাই বেছে দেবেন, জানালেন মতুয়া ভক্তরা

প্রতিনিধি ঃ আগামী পঞ্চায়েত ভোটে এলাকা থেকে কারা প্রার্থী হবেন তা ঠিক করে দেবে মতুয়া ভক্তরাই। মতুয়ারা এমনই দাবি জানালেন তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসের কাছে। শনিবার বিশ্বজিৎ বাবু দিদির দূত হয়ে গিয়েছিলেন বাগদা থানার কোনিয়াড়া ২ পঞ্চায়েতের চুয়াটিয়া গ্রামে। স্থানীয় হরি মন্দিরে পুজো দিয়ে তিনি তার কর্মসূচি শুরু করেন। এখানেই ডঙ্কা কাশি নিশান নিয়ে এসেছিলেন মতুয়া ভক্তরা। বিশ্বজিৎ বাবুর কাছে তারা দাবি করেন, "পঞ্চায়েত ভোটে এলাকায় তারা মিটিং করে তাঁরা প্রার্থী নির্বাচন করবেন। সেই প্রার্থীকেই যেন দল মেনে নেয়।''

স্থানীয় বাসিন্দা জগদীশ মন্ডল বলেন, "আমাদের চুয়াটিয়া এলাকায় বর্তমানে চার জন পঞ্চায়েত সদস্য আছে। বিধায়ককে আমরা বলেছি, আমরা মিটিং করে যাকে বেশিরভাগ মানুষ সমর্থন করবেন তাকেই প্রার্থী করতে হবে। ওপর থেকে চাপিয়ে দিলে চলবে না। এ বিষয়ে বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, "মতুয়ারা দাবী করেছে স্থানীয়ভাবে প্রার্থী করতে হবে। আমাদের দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বলেছেন বুথ স্তরের কর্মীরা বসে যাকে প্রার্থী ঠিক করবেন তিনি আগামী পাঁচ বছর মানুষের সুখে দুখে থাকবেন তিনি প্রার্থী হবেন। দল তাকে সিলমোহর দেবে।'' গোটা বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা করেছে বিজেপি। "বাগদার বিজেপি নেতা অমৃতলাল বিশ্বাস বলেন, "তৃণমূলের সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত। এলাকার মানুষ তাদের বিশ্বাস করেন না। সে কারণেই তৃণমূল কর্মীরা নতুন প্রার্থী চাইছেন।''

ফের সিএএ আশ্বাস শান্তনু ঠাকুরের
বীণাপাণি দেবীর স্মরণ অনুষ্ঠান নিয়ে বিতর্ক

প্রতিনিধি ঃ ২০২৪ সালের আগে সি এ এ কার্যকর হয়ে যাবে বলে আরও একবার দাবি করলেন বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। রবিবার দুপুরে তিনি গিয়েছিলেন গাইঘাটার ডিঙা মানিক এলাকায়। সেখানে পঞ্চায়েতের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বাইক মিছিল বের করা হয় বিজেপির পক্ষ থেকে। সেখানে শান্তনু ঠাকুর ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা দেবদাস মন্ডল, গাইঘাটার বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর। বাইক মিছিলের

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ৫১ ❐ ০৯ মার্চ, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

রঙ যেন মোর মর্মে লাগে!

ভারত জুড়ে হোলি আর সমগ্র বাংলা জুড়ে এই দোল উৎসবে রঙ আর আবীরের খেলায় মেতে ওঠেন সবাই। এই দোল উৎসব একসময় ছিল রাজ-রাজড়া জমিদার মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। খেলতেন নবাব-বেগমরাও। ১৪৮৬ সালে এক ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোলযাত্রার দিন সন্ধ্যাবেলায় আর্বিভূত হয়েছিলেন এক মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব। চৈতন্যদেবের নগরসংকীর্তন, দোল উৎসবে ফাগ ও আবীরের সঙ্গে সেই নগরকীর্তন অন্য মাত্রা পেতো।

দোলে আবীর একটা মস্ত পার্ট। ভীষণ ঐতিহ্যময়, বেশ লাগে-এই আবীর খেলায়। রঙ খেলা ছাড়া এই আবীর কোথা থেকে এলো? আবীর কীভাবে তৈরি হয়? আবীরের তত্ত্ব-তালাশ জানতে প্রথমেই মনে পড়ে, রাজস্থানের এক উচ্চবিত্ত পরিবারের পদম সিং ১৫০ বছর ধরে বংশপরম্পরায় কলকাতায় আছেন। কলকাতায় সর্বপ্রথম তার ঠাকুরদা উদয়চাঁদ মানত আবীরের ব্যবসা শুরু করেন। বড়বাজারের উদয়চাঁদ রঞ্জিত সিং-এর দোকানে ৫০ বছর আগেও জার্মানি থেকে রঙ আসতো, গুণগতমান ভাল রাখার জন্য। এছাড়া বুড়ো প্রোডাক্টের প্রদীপ সাঁতরা। বয়স ৫০। আবীর তৈরিই তার ধ্যান-জ্ঞান। প্রদীপবাবুর আবীর নির্মাণ পদ্ধতি একটু আলাদা। একটা গামলায় ফ্রেঞ্চচক, রঙ, জল, বোরিক অ্যাসিড ও সেন্ট মিশিয়ে ভাল করে মেখে রোদে দেওয়া হয়। গন্ধের জন্য ব্যবহার করা হয় জেসমিন-রোজ। আর চামড়ার ক্ষতি না হওয়ার জন্য বোরিক অ্যাসিড। দোল সত্যি একটা উৎসব বটে। বিশেষ করে আবীর খেলা। আবীর ছুঁয়ে শপথ করি আমরা— রঙ হোক ঐক্যতায়, সহমর্মিতায়, আমরা যেন একে অপরের হাত ধরে চলতে পারি। বসন্তের হাওয়ায় পূর্ণ হোক আমাদের নির্মল মন।

৪০ টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করল বিএসএফ

প্রতিনিধি ঃ সীমান্তের জলাশয় থেকে ৪০ টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করল বিএসএফের ১৫৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানেরা। রবিবার সকাল ১১ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে পেট্রাপোল থানার কালিয়ানি সীমান্ত এলাকায়। বিএসএফ জানিয়েছে, আটোক হওয়া ৪০ টি সোনার বিস্কুটের ওজন প্রায় ৪.৬০ কেজি। যার আনুমানিক ভারতীয় বাজার মূল্য প্রায় ২.৫৭ কোটি টাকা।

বিএসএফ জানিয়েছে, কয়েক মাস আগে এক চোরাকারবারী পুকুরের পাশ দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। ডিউটিতে থাকা জওয়ানদের দেখে পুকুরে ঝাঁপ দেন পাচারকারী। জওয়ানরা তাদের কোম্পানি কমান্ডারকে বিষয়টি জানায়। চোরাকারবারীকে জল থেকে টেনে বের করে তল্লাশি করা হলেও সে সময় কিছু উদ্ধার করা যায়নি। তারপর থেকে এলাকাটি ঘিরে রেখে ব্যাপক তল্লাশি চালাচ্ছিল জওয়ানেরা। বিএসএফ সূত্র মারফত জানতে পারে। এর পরই ল্যান্ড মাইন ডিটেক্টর এবং মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পুরো এলাকা তল্লাশি করে ৪০টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করা হয়।

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

জলই সভ্যতার অপমৃত্যু ঘটাবে

অজয় মজুমদার

সারা পৃথিবী জুড়ে আবহাওয়া জনিত মৃত্যু ২০১৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ কোটি সাত লক্ষ। আগামী দিনে এই মৃত্যুর সঙ্গে যোগ হবে জল সংক্রান্ত মৃত্যু। জলের অভাবে সমাজ জীবনে নেমে আসবে হাহাকারের কালো হাত। সকলেই জলের জন্য ছুটবে। সারা পৃথিবীতে মোট জলের পরিমাণ ১.৩৫ বিলিয়ন কে.এম ৩ বা ৩.৫×১০টু দি পাওয়ার ২০ গ্যালন। এরমধ্যে সমুদ্রের জলের পরিমাণ ১৭ শতাংশ এবং মিষ্টি জলের পরিমাণ ৩৭ মিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার। এই জলের উৎস হল হিমবাহের গলন কিংবা মেরুপ্রদেশের বরফ গলন। পৃথিবীর উপরিভাগে বা ভূপৃষ্ঠের জলের পরিমাণ খুবই কম। কম হলেই বা কী! হবে মানুষের বাঁচার জন্য এই জলই প্রয়োজন। বেশিরভাগ জল ভূপৃষ্ঠের নিচে। জল সাধারণত চুঁইয়ে চুঁইয়ে মাটির নিচে যায়। আবার জলতল যখন ভূপৃষ্ঠকে ভেদ করে বেরিয়ে আসে তখন তা নদী, হ্রদ, বা অন্যান্য জলাশয় রূপে প্রতিষ্ঠা পায়। এখন সমস্যা হল, জনবিস্ফোরণের দাপটে মাথাপিছু জলের পরিমাণ কমতে শুরু করেছে। তার উপর মিষ্টি জল যেখানে সহজলভ্য সেখানে জলের উপর চলে নির্মম অত্যাচার। আর এর ফলে ক্রমেই জলের ভান্ডার নিঃশেষ হতে চলেছে। জলচক্র স্বাভাবিক ভাবে হচ্ছে না । উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ মিলে যে পরিমাণ গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাবে, তাতে বিশ্বের তাপমাত্রা তিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়বে। আর তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই জলচক্রের স্বাভাবিকতা হারাবে। ফলে মিষ্টি জলের যোগান চাহিদার তুলনায় ক্রমশই হ্রাস পাবে। বর্তমানে বাতাসে গ্রীন হাউস গ্যাসের পরিমাণ ৪৮০০ কোটি টন কার্বন ডাই-অক্সাইডের সমতুল্য। তাপমাত্রাকে দুই ডিগ্রি সীমায় ধরে রাখতে গেলে ২০২৩ সালের মধ্যেই একে ৪৪০০ কোটি টন কার্বন ডাই অক্সাইডের সমতুল্য স্তরে নামিয়ে আনতে হবে। তা কি সম্ভব হবে।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জলের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে চলেছে। সে জন্য জলের চাহিদার পুনর্মূল্যায়ন ভীষণ প্রয়োজন। যদিও বৃষ্টিপাতের দিক দিয়ে আমাদের দেশ সৌভাগ্যবতী। ৯০ বছরের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরে এক হাজার একশ মিলিমিটার। সেজন্যই অপচয়ের পরিমাণও বেশি। আমাদের দেশের ৩১২১ টি শিল্পাঞ্চলের ২১৫০ টিতে সুসংগঠিত জল বন্টনের ব্যবস্থা রয়েছে।

নিম্নমানের জল বন্টনের জন্য অপচয়ের পরিমাণ ২০ থেকে ২৫ শতাংশ। সেদিক থেকে কলকাতা প্রথম সারিতে রয়েছে। জল আবার অনেক সময় জীবনহানীর কারণও হচ্ছে। ১৮৪৬ এর শেষের দিকে এবং ১৮৫০ এর প্রথম দিকে লন্ডনে কলেরা মহামারী নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল। ডক্টর জন স্নো এই রোগটিকে নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছিলেন। তিনি প্রমাণও করেছিলেন, লন্ডনের ব্রড স্ট্রিটের জলের পাম্প থেকেই সংক্রমন ছড়াচ্ছে। কর্তৃপক্ষ তার গবেষণাকে গুরুত্ব দিয়ে মাহামারি প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছিল।

জল নিয়ে রহস্যের অন্ত নেই। জল না হলে আমাদের দেহ সৃষ্টি হবে না। কারণ দেহ সৃষ্টির মূল উপাদান প্রোটোপ্লাজম যার ৯৫ শতাংশ জল। অথচ এই জলকেই আমরা সবচেয়ে বেশি অবজ্ঞা করি। এই অবজ্ঞার দিন শেষ হয়ে আসছে। জল হবে এক ফোঁটা রক্তের মত। দেশের মিষ্টি জলের মূল ভান্ডার গুলি অন্ধ ধর্মের গোঁড়ামিতে ব্যাপকভাবে দূষিত হয়ে চলেছে। যেমন গঙ্গা, হিন্দুদের কাছে এর পবিত্রতা সীমাহীন। কিন্তু সেই গঙ্গার পবিত্রতা ধ্বংস হয়েছে দূষণের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গেই একটা ভয়াবহ সংবাদের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তা হল গঙ্গার দুই পাড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে গঙ্গার জল ব্যবহার করার ফলে একটা অংশ সবচেয়ে বেশি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। ভারতে যত সংখ্যক ক্যান্সার রোগী, তার একটা বড় অংশই গঙ্গার দুপাড়ের বাসিন্দা।

গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ২৫৫৫ কিলোমিটার। তার মধ্যে ৬০০ কিলোমিটার ভীষণভাবে দূষণের শিকার। প্রতিবছর দূষক পদার্থের পরিমাণ ১৯,৬৫,৯০০ কেজি। যার মধ্যে উত্তরপ্রদেশে ১০,৯০,০০০ কেজি, পশ্চিমবঙ্গে ৩,৭০,০০০ কেজি। মিষ্টি জলের উৎস উত্তর প্রদেশের কুমায়ুন অঞ্চলের বিখ্যাত হ্রদ গুলি অবলুপ্তির পথে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সুখাতাল বা সরিয়াতাল।

বিজ্ঞানী এস এম দাসের রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, পাঁক জমার কারণে নৈনিতাল লেকের গভীরতা কমে গিয়েছে। এই গভীরতা কমেছে ৮০ বছর ধরে। অনুসন্ধানে দেখা দিয়েছে হ্রদের জল নদীর জল অপেক্ষা বেশি দূষিত হচ্ছে। কারণ নদীর জল গতিশীল। কিন্তু হ্রদের জল স্থির। সে কারণে হ্রদের জল 'বিষাক্ত জল' বা 'কিলার ওয়াটার 'নামে পরিচিত। উত্তর আমেরিকায় ১৯৬৮ সালে বহু মানুষের ফুসফুস ও পাকস্থলীতে ক্যান্সারের বিস্তার ধরা পড়েছিল। বিজ্ঞানীরা এই কারণেই সন্ধানে নেমে পড়লেন। সর্বশেষ যে কারণটির কথা জানা গিয়েছে, তা ভয়ঙ্কর— হ্রদের লৌহ আকরিকের দলা পাকানো অবশিষ্টাংশ এই রোগ বিস্তারের কারণ।

ছবি সৌজন্যে- গুগুল

"হোলি" যখন সম্রাটের খেলা

নির্মল বিশ্বাস

রঙের উৎসব দোলযাত্রা ও হোলি। এটি একটি হিন্দু বৈষ্ণব উৎসব। উত্তর ভারতে হোলি উৎসবটি বাংলার দোল উৎসবের পরদিন পালিত হয়। পরপর দুটি দিনই রঙের উৎসব। সারা ভারতে এই দুটি দিনই সর্বধর্মের রঙের মহা মিলন উৎসব হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। দোলের আগের দিন খড়, কাঠ, বাঁশের তৈরি কাঠামো জ্বালিয়ে যে বহ্নুৎসব পালিত হয়, তা হোলিকা দহন, ন্যাড়াপোড়া বা চাঁচড়াপোড়া নামে পরিচিত।

কাশ্যপ বংশীয় রাজা হিরণ্যকশিপুর বোন হোলিকা বর পেয়েছিলেন, অগ্নি তাঁকে বধ বা ধ্বংস করতে পারবে না। তাই বিষ্ণুভক্ত ছেলে প্রহ্লাদকে হোলিকার কোলে বসিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন হিরণ্যকশিপু। কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর আশীর্বাদে বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ বেঁচে যান। আর লেলিহান আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল হোলিকা। এর থেকেই ন্যাড়াপোড়ার সূত্রপাত। আর হোলিকার নাম অনুসারে "হোলি" উৎসবটি পালিত হয়ে আসছে। বসন্তের আগমনী বার্তা বহনকারি এই উৎসব। মন্দ বা খারাপের বিরুদ্ধে ভালো জয়ের প্রতীক। এই উৎসবের একটি ধর্মনিরপেক্ষ দিকও রয়েছে।

মুঘল যুগে দিল্লির সম্রাট মহামতী অকবর। তাঁর প্রিয় খেলা ছিল রঙ দেওয়া নেওয়ার খেলা বা হোলি। তৎকালীন সময় রাজপুত রমণী ও পুরুষদের হোলি বা দোলের রঙ খেলা দিল্লির বাদশাহ আকবরের মনে স্থান করে নিয়েছিল। তিনি এটা বুঝেছিলেন রঙ মাখা ও মাখানোর (দেওয়া- নেওয়া) মাধ্যমেই সাধারণ মানুষকে কাছে পাওয়া ও তাদের কাছে যাওয়া যায়। ব্যাস, আর সেই থেকেই সম্রাটের প্রাসাদেও নানা রঙ বাহারী রঙের ফোয়ারা ছুটতো। আমাদের বিশ্বাস, অন্তত এই জায়গা থেকেই প্রমাণিত হয়— ধর্মীয় উৎসবের বেড়া ডিঙিয়ে এই রঙ দেওয়া-নেওয়ার খেলা সাম্প্রদায়িক এক মাধ্যম। এই প্রয়োজনীয়তাতেই বোধহয় দিল্লির বুদ্ধিমান সম্রাট মহামতী আকবর এই রঙ দেওয়া-নেওয়ার উৎসবকে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

সুফি-সন্ত হজরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া এবং আমির খসরু, তাঁদের রচিত বিভিন্ন পার্শিয়ান ও হিন্দি লেখাগুলি থেকে জানা যায়, মহামতী আকবর এই উৎসবকে খুব ভালোবাসতেন। তেমনই আবার আমরা পাই, সম্রাট বাহাদুর শাহ রচিত "হোলি উৎসব"-এর গান আজও ভীষণভাবে জনপ্রিয়। সম্রাট বাহাদুর শাহ-র আমলে নবাব নিজে তাঁর মন্ত্রী ও রাজ কর্মচারীদের আদেশ দিতেন তাঁর মাথায় ও কপালে আবিরের টিকা লাগিয়ে দিতে।

সম্রাট শাহজাহানের সময় "হোলি" বা "দোল" উৎসব একটু অন্যমাত্রা নিয়েছিল। দিল্লির নবাব শাহাজাহানের সময় এই "হোলি" উৎসবকে বলা হত "ঈদ-ই-গুলাবি" বা "গোলাপি ঈদ" অথবা "আব-এ-পাশি" বা "রঙিন ফুলের বৃষ্টি"। এই সময় হিন্দু-মুসলমান ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে হোলি উৎসবের দিনটিকে সর্বধর্মের মিলন উৎসব হিসাবে গুরুত্ব পেয়েছিল।

আমরা আরও উপলক্ষ জানতে পারি, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে হোলি উৎসবটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তৎকালীন নবাব, রাজা, বাদশাহ, আমির, ওমরাহ ও জমিদারদের মধ্যে রঙিন জলের বোতল আদান- প্রদান করতেন। সেই সঙ্গে রঙ ও আবিরের থালা বা পাত্র প্রেরণের মধ্যদিয়ে হোলি উৎসবে এক প্রকার জয়ধ্বনির সূচনা করেছিলেন। ইতিহাস-এর মাধ্যমে জানা যায় যে, মোঘল যুগের সম্রাট বা রাজাদের মধ্যে "দোল" বা "হোলি" উৎসবের জনপ্রিয়তা বেড়েছিল।

"তুজক-ই-জাহাঙ্গিরী" বইটিতে সম্রাট জাহাঙ্গীরকে পিচকারি হাতে রঙ দিতে দেখা গিয়েছে। সেই সময় বহু বিখ্যাত শিল্পী বিশেষতঃ গোবর্ধন ও রসিকের আঁকা ছবিতে জাহাঙ্গীরের রঙ খেলার দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে। এমন কী তাঁর স্ত্রী নুরজাহানও হোলি উৎসবে সামিল হতেন। এছাড়াও একটি বিখ্যাত পেইন্টিংয়ে মহম্মদ শাহ রোহিলোকে দেখা গিয়েছে। তিনি তাঁর রাজপ্রসাদে তাঁর স্ত্রী এবং সখীদের হাতে পিচকারি হাতে রঙ খেলায় মত্ত।

"শায়েব-উল-মঞ্জিল"-এ বইটিতে মির্জা সাঙ্গিবেগ লিখেছেন, হোলিতে মত্ত ছেলেমেয়ের দল নিজেদের লাল, হলুদ, সবুজ, নীল আরও অনেক রঙে রাঙিয়ে অসম্ভব সুন্দর করে তুলত। মনসি জাকিউল্লাহ রচিত "তারিখ-ই - হিন্দুস্থানী"তে লিখেছেন, কে বলে "হোলি" হিন্দু উৎসব ? তিনি আরও লিখেছেন, মোঘলদের সময় থেকেই এ রঙের খেলা রাজবাড়ির গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে। ধর্ম, বিশ্বাস, চিন্তা, সবকিছু শেষে মানবতার জয়গানে "হোলি" বা দেশের এই মহা মিলনের রঙের উৎসব জায়গা করে নিয়েছিল মোগলদের সময় থেকেই। ফলে এর থেকেই প্রমাণিত, ভারতে অন্তত এই উৎসব ব্যক্তিগত কোনও ধর্মের নয়। এ হলো মিলনের উৎসব।

এই সব উদাহরণ ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা প্রমাণ করে, যা বহু বিশ্বাস ও বহু ভাবনার মিলনক্ষেত্রকে আমাদের সামনে মেলে ধরে।

যদিও হিন্দু ধর্মের পুরাণের কাহিনি থেকে এর সূত্রপাত ঘটলেও তা সাধারণের হয়ে উঠল অন্য এক ধর্মের সম্রাটের মাধ্যমে। তা কখনও প্রেমের, আবার কখনও মানুষের মনে মিশে যাওয়ার বার্তা বয়ে এনেছে। আবার এ রাজ্যের (বাংলার) শান্তিনিকেতনে কবিগুরু যখন দোল উৎসবে বসন্তে প্রভাতফেরির সূচনা করলেন, তখন তা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মিলন ঘটাল। ফলে ধর্মের বেড়া ডিঙিয়ে কখন যে তা আনন্দ মিলনের ক্ষেত্র হিসেবে পেয়ে গিয়েছে তা কেউই জানেন না।

এই উৎসবে কখনও প্রেম, কখনও ধর্মীয় উৎসবের বাতাবরণ। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বাঁধভাঙা ভালোবাসা, পলাশ ফুলের প্রকৃতি ও বসন্তের খোলা হাওয়া তাকে করে তুলেছে সবাইকে রঙ দেওয়া আর রঙ নেওয়ার খেলায়।

এই ভাবেই রঙের উৎসব ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, জাত-পাতের বেড়া ডিঙিয়ে দেশীয় সীমানার গন্ডি পেরিয়ে তা সারা বিশ্বের মানুষের কাছে এক ধর্মনিরপেক্ষ উৎসবের রূপ ধারণ করেছে এই দোল বা হোলি উৎসব।

ঠাকুরনগরে বর্ণমালা লোক উৎসবে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৪ মার্চ সন্ধ্যায় মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে ৩ দিন ব্যাপী আয়োজিত ৬ষ্ঠ বার্ষিক বর্ণমালা লোক উৎসবের সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত ও নাট্য আকাডেমীর সদস্য সচিব হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়, ছিলেন আকাডেমীর সদস্য ও বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব আশিস চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক বিভাস রায় চৌধুরী, নাট্যনির্দেশক ও স্বনামখ্যাত অভিনেতা সুভাষ চক্রবর্তী প্রমুখ। উদ্যেক্তারা সকল বিশিষ্ট জনদের পুষ্পস্তবক, বৃক্ষচারা ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন।

স্বাগত ভাষণে সংস্থার সম্পাদক সংস্কৃতিপ্রেমী শিক্ষক ইন্দ্রনীল ঘোষ উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বছরভর বর্ণমালার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের খতিয়ান তুলে ধরেন। শ্রী ঘোষ তাঁর গ্রাম সহ পার্শ্ববর্তী এলেকাকে নিয়ে নাট্যগ্রাম গড়ে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এদিন উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের ভাষণে বর্ণমালার সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে নিরন্তর প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংস্থার সদস্য নৃত্যশিল্পীগণের দর্শনীয় একক ও সমবেত নৃত্যানুষ্ঠান সমবেত দর্শক ও বিশিষ্টজনের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

উদ্বোধনী দিনে বর্ণমালা স্মারক সম্মানে

ভূষিত করা হয় বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক বনগাঁর বিভাস রায় চৌধুরীকে। এদিন চাঁদপাড়া এ্যাক্টোর কর্ণধার সুভাষ চক্রবর্তী পরিবেশিত রবীন্দ্র ভাবনায় জাদু প্রদর্শনী উপস্থিত ছোট-বড় সকল দর্শকের মনোরঞ্জন করে। সবশেষে বর্ণমালার পরিচালক ইন্দ্রনীল ঘোষ নির্দেশিত সামাজিক নাটক নসীব দর্শক সাধারনকে মুগ্ধ করে।

দ্বিতীয় দিন সকালে বর্ণমালা প্রাঙ্গনে এলেকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংকন ও নৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণ শেষে সংস্থার সদস্য তন্ময় প্রসাদ ও পূজা বিশ্বাসের পরিচালনায় মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান শেষে পরিবেশিত হয় বেলঘড়িয়া অঙ্কন পরিবেশিত নাটক স্বাধীনতা কাকে বলে ও আরণ্যক থিয়েটার গ্রুপ পরিবেশিত সকলের ভালো লাগার নাটক কুহকতন্ত্র। শেষ দিনে নৃত্যশিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠান শেষে দক্ষিণেশ্বর কোমল গান্ধার এর মঞ্চ সফল নাটক ফিটিং ও নাবিক নাট্যম গোবরডাঙা পরিবেশিত সকলের ভালো লাগার নাটক পাখি দর্শক মণ্ডলীর মন জয় করে। নানা অনুষ্ঠানে ৬ষ্ঠ বর্ষের বর্ণমালা লোক উৎসব এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।

ঐক্যতানের বসন্ত উৎসবে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও দোল উপলক্ষে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া ঐক্যতান

আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্রের সদস্যরা।

গত ৮ মার্চ সকালে সংস্থার সকল সদস্য এবং তাদের অভিভাবকগন সংস্থা প্রাঙ্গনে সমবেত হন। সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট আবৃত্তি শিক্ষিকা মলিনা সাহা ও অন্যতম সংগঠক অলকা মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা গ্রামের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। রঙিন আবির, কাঠিখেলা, সংগীত ও স্লোগানে শোভাযাত্রা বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। শোভাযাত্রা শেষে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও সমাজকর্মী শংকর নাথ। ধূপ দীপে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ঝর্ণা মণ্ডল ও সংস্কৃতিপ্রেমী বিদ্যুৎ মণ্ডল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী মলিনা সাহা ও সংস্থার সদস্যগণ। সংস্থার সদস্যা বাচিক শিল্পীগণের সমবেত কণ্ঠে কবিগুরুর কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ঝর্ণা মণ্ডল। ঐক্যতানের আবৃত্তি প্রশিক্ষনার্থীগণের কণ্ঠে একক ও সমবেত আবৃত্তি, মানবেন্দ্র হালদার ও শুকদেব বিশ্বাসের সংগীতানুষ্ঠান, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ঝর্ণা দাস ও শাশ্বত দাস পাহাড়ের নৃত্য শৈলী এবং সবশেষে শিক্ষিকা মলিনা দেবীর কণ্ঠের সুমধুর কবিতা আবৃত্তি সূর্যকান্ত সরকারের সঞ্চালনায় আয়োজিত তৃতীয় বার্ষিক বসন্ত উৎসব বেশ প্রনবন্ত হয়ে ওঠে।

শুরু হচ্ছে পল্লীবান্ধব সম্মিলনীর পুনর্নির্মানের কাজ

নীরেশ ভৌমিকঃ অবশেষে শুরু হতে চলেছে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া গ্রামের পল্লীবান্ধব সম্মিলনী সমাজ মিলন কেন্দ্রের পুণ নির্মানের কাজ। ১৯৬০ সাল নাগাদ নির্মিত জেলার অন্যতম সমাজ মিলন কেন্দ্র পল্লীবান্ধব

সম্মিলনী ভগ্নপ্রায় অবস্থায় পড়ে ছিল। দীর্ঘ দিন যাবৎ কোন সভা বা অনুষ্ঠান করার মতো অবস্থায় ছিল না। এলেকার মানুষজন দীর্ঘদিন যাবৎ এটির সংস্কার বা পুনর্নির্মানের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। অবশেষে এলেকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারী পল্লীবান্ধব সম্মিলনীর পরিচালন কমিটির সদস্য ও গ্রামবাসীগণ এ ব্যাপারে এক সভায় মিলিত হন। সভায় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যগণ সহ দলমত নির্বিশেষে গ্রামবাসীগণ উপস্থিত হয়ে কিভাবে প্রেক্ষাগৃহটি নির্মিত হবে, সে ব্যাপারে আলোচনায় অংশ নেন। এই কাজের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্য অর্থে পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে কাজ হবে। সম্পাদক শ্যামল বিশ্বাস জানান, মার্চ মাসের মধ্যেই পুরানো ভবন ভেঙ্গে পুনর্নির্মানের কাজ শুরু করতে হবে। ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি পোষ্ট অফিসের জন্যও একটি কক্ষ নির্মিত হবে। দীর্ঘ কাল বাদে গ্রামের সমাজ মিলন কেন্দ্রের নব নির্মাণ এর কাজ শুরু হবার সংবাদে। এলেকার কতিপয় ব্যক্তি পুরানো ভগ্নপ্রায় ভবনটিকে সংস্কার সাধন করে হেরিটেজ ভবন হিসেবে রাখবার এবং বরাদ্দ অর্থে নতুন কমিউনিটি সেন্টার নির্মানের প্রস্তাব দেন।

ফের সিএএ আশ্বাস শান্তনু ঠাকুরের

প্রথম পাতার পর

উদ্বোধন করে শান্তনু বাবু বলেন, "সিএএ এখন জটিল অবস্থায় রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। ২৪ এর আগে সিএএ প্রয়োগ করতে পারব বলে আমরা আশাবাদী।"

এ বিষয়ে শান্তনুকে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বলেন, সামনে পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে বিজেপি আবার মতুয়াদের ভাওতা দিতে আসরে নেমে পড়েছে।

এদিন শান্তনুবাবু আরো বলেন রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলিতে লাগামহীন দুর্নীতি হচ্ছে। মানুষ তা প্রতিহত করতে মুখি আছে।

এদিনই ঠাকুরনগরের তালতলা এলাকায় মতুয়ারা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেখানে মতুয়াদের বড় মা বীণাপাণি ঠাকুরের স্মরণ অনুষ্ঠান করা হয়। এদিন ছিল তার মৃত্যুদিন। এই অনুষ্ঠান নিয়ে সমালোচনা করেছেন শান্তনু ঠাকুর "তার দাবি, ঠাকুর পরিবারের সদস্যরা কখনো কারো তিরোধান দিবস পালন করে না। জন্মদিন পালন করে। মমতা ঠাকুর রাজনীতি করছেন।

স্মরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের বনগাঁর প্রাক্তণ সাংসদ মমতা ঠাকুর ও বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস। শান্তনুর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মমতা ঠাকুর বলেন, "ও একজন মিথ্যুক। ও ভোটে দাঁড়াবো না বলেও ভোটে দাঁড়িয়েছে। ঠাকুরবাড়িতে আমরা কোন অনুষ্ঠান করছি না। গাইঘাটার মতুয়ারা মিলে বড় মাকে স্মরণ করছে। এদিনের অনুষ্ঠান থেকে মমতা ঠাকুর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আমরা চাই কেন্দ্রীয় সরকার নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দিক। তা না হলে মতুয়ারা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবে।

বিজেপির বাইক র‍্যালিতে এদিন শান্তনু ঠাকুর ও সুব্রত ঠাকুরকে হেলমেট ছাড়াই বাইক চালাতে দেখা যায়। যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মমতা ঠাকুর। তিনি বলেন, "একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিজেই আইন মানেন না।

ঠাকুরনগর মাইম একাডেমীর সাংস্কৃতিক কর্মশালা

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও বর্ষিক উৎসবের আগে বার্ষিক সাংস্কৃতিক কর্মশালার আয়োজন করে ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী অফ কালচার। গত ৩মার্চ সংস্থা প্রাঙ্গনের জানকি মঞ্চে প্রদীপ প্রোজ্জ্বলন করে সপ্তাহব্যাপী আয়োজিত কর্মশালার সূচনা করেন প্রাক্তন সাংসদ ড. অসীম বালা। উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি প্রেমী বিদ্যুৎ মণ্ডল, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ঝর্ণা মণ্ডল প্রমুখ।

সংস্থার সম্পাদক পুরস্কার প্রাপ্ত মূকাভিনেতা চন্দ্রকান্ত শিরালী উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান, সদস্যগণ সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন। শ্রী শিরালী জানান, সপ্তাহ ব্যাপী কর্মশালায় শিক্ষার্থীগণ নাটক, মূকভিনয় ছাড়াও সংগীত ও নৃত্যের উপর প্রশিক্ষন গ্রহন করবে। প্রশিক্ষক হিসেবে থাকছেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব তপন দাস, সংগীত শিক্ষিকা ঝর্ণা মণ্ডল, দীপক মজুমদার স্বনামখ্যাত মূকাভিনয় শিল্পী ধীমান সমাদ্দার প্রমুখ। কর্মশালায় উপস্থিত প্রশিক্ষনার্থীগনের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। একাডেমীর কর্ণধার চন্দ্রকান্ত বাবু জানান, আগামী ১০মার্চ থেকে সংস্থার জানকি মঞ্চে ৩দিন ব্যাপী আয়োজিত বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিধ্বনির বসন্ত উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও বসন্ত উৎসবের আয়োজন করে ঠাকুরনগরের প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থা। গত ৭ মার্চ সকালে সংস্থা অঙ্গন আয়োজিত উৎসব অঙ্কনে সমবেত হয়ে সদস্যগণ রঙ বেরঙের আবিরে দোল উৎসবে মেতে ওঠেন। শুধু রং খেলা নয়, সংস্থার সদস্য শিল্পীগণ সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করেন। স্বনামখ্যাতা নৃত্যশিক্ষিকা মাম্পি দাস পালের নির্দেশনায় সংস্থার ছোট বড় নৃত্যশিল্পীগণ পরিবেশিত নৃত্যের অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে।

সংস্থার সম্পাদক পার্থপ্রতিম দাস

জানান, দোল উৎসবকে ঘিরে সংস্থার সদস্য ও তাঁদের অভিভাবকগণও এদিনের বসন্ত উৎসবে যোগ দেন, সকলের জন্য ছিল মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা।

আগুনে ভস্মিভূত দোকান

প্রতিনিধি ঃ আগুনে পুড়ে ভস্মিভূত হল দোকান। আগুন লাগার খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিনের দু'ঘণ্টা চেষ্টায় আয়ত্বে এলো আগুন।

শনিবার রাত দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার দেবগড় নেড়া পুকুর ভাঙা কলের মাঠ এলাকায়। স্থানীয়রা জানিয়েছে, "দেবগড় যাওয়ার রাস্তার পাশে একটি ঝাঁটা, ফুল ঝাড়ুর দোকান রয়েছে। সেই দোকান থেকে হঠাৎ আগুন দেখতে পায় স্থানীয়রা। মুহূর্তের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুনের গ্রাসে চলে যায় গোটা দোকান। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের দোকান ও রেল কলোনির বাসিন্দাদের মধ্যে। ঘটনাস্থলে খবর পেয়ে আসেন বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ। তিনি ওই ব্যবসায়ীর পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

7th CHIRANTAN NATYA UTSAV 2023
Phase-1 (National)
Inauguration Ceremony
10,11,12th March 2023
VENUE- SHILPAYAN STUDIO THEATRE
Financial Assistance by Ministry of Culture Government of India
Honarable Guests
Mr.ASHISH GIRI (Director, EZCC)
Dr.HAIMANTI CHATTOPADHYAY (Member, Secretary, West Bengal State Academy)
Mr.UDAY KUMAR DAS (Sangathan Sampadak, Samskar Bharati Dakshinbanga)
Mr.ASHISH CHATTOPADHYAY (Member Paschim Banga Natya Academy)
Mr.SANKAR DUTTA (Chairman,Gobardanga Municipality)
Mr.Asim Pal (O.C Gobardanga, Police Station)
সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ
10th March Friday Time- 6:00pm
AZADI KA AMRIT MAHOTSAV CELEBRATION
Direction Bhavesh Majumdar
Recitation Soma Dutta Banik
নাটক পাখি
নির্দেশনা- জীবন অধিকারী
নাবিক নাট্যম, পশ্চিমবঙ্গ
Drama Pakhi
Direction Jibon Adhikari
Nabik Natyam, W.B
মূকাভিনয়
নির্দেশনা-ধীরাজ হাওলাদার
ইমন মাইম সেন্টার
MIME
Direction-Dhiraj Howlader
Imon Mime CentreW.B
11th March Saturday Time- 6:00pm
নাটক নির্যাতন এবং
রচনা ও নির্দেশনা-অজয় দাস
গোবরডাঙ্গা চিরন্তন, পশ্চিমবঙ্গ
Drama Nirjatan Ebong
Writer and Direction- Ajay Das
Gobardanga Chirantan, W.B
নাটক এ পলিটিকাল্ ড্রীম
নির্দেশনা-বরুন কর
মৃদঙ্গম ,পশ্চিমবঙ্গ
Drama A Political Dream
Direction-Barun Kar
Mridangam,W.B
নাটক পন্দ্রা ফিট লম্বি দুনিয়া (একক নাটক)
নির্দেশনা- আনজারুল হক
রং -রুপ পাটনা,বিহার
Drama Pandrah Feet Lambi Duniya (Solo Play)
Direction -Anzarul Haque
Rang-Roop,Patna ,Bihar
SEMINAR , At- 5:00 pm
Subject- MIND DEVELOPMENT FOR YOUNG ARTIST IN THEATER
Speakers- Mr.Uday Kumar Das Mr.Subhashish Banerjee Co-ordinator- Ajay Das
12th March Sunday Time- 6:00pm
নাটক আগুনের চিঠি
রচনা ও নির্দেশনা - শুভাশিস ব্যানার্জি
মৃচ্ছকটিক, পশ্চিমবঙ্গ
Drama Aaguner Chithi
Writer and Direction- Subhasis Banerjee
Mrichakatic,W.B
নাটক পাকে বিপাকে
নির্দেশনা -সুভাষ চক্রবর্তী
চাঁদপাড়া অ্যাক্টো, পশ্চিমবঙ্গ
Drama Pake Bipake
Direction- Subhash Chakraborty
Chandapara Acto,W.B
পুতুল নাট্য ভারত পথিক
প্রযোজনা- শিল্পাঞ্জলি গোবরডাঙা পশ্চিমবঙ্গ
Doll's Drama Bharat Pathik
Production- Shilpanjali Gobardanga West Bengal
Mob- 8250787829 / 7001412843 , Email - gobardangachirantan1@gmail.com / ajaydasad606@gmail.com

নানা অনুষ্ঠানে ও বহু মানুষের সমাগমে সার্থক চাঁদপাড়া বসন্ত উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরের মতো এবারও রঙের উৎসব দোল উপলক্ষে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করেন চাঁদপাড়ার ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন কলরব, নূপুর নৃত্যকলা কেন্দ্র, সুরবাণী নিকেতন ও চাঁদপাড়া চৌরঙ্গীর সদস্যগণ। সমগ্র উৎসবকে সার্থক করে তুলতে সহযোগিতার হাত বড়িয়ে দেয় স্থানীয় মৃদঙ্গম ও বিদ্যাঙ্গনা নৃত্যকলা কেন্দ্রের নৃত্য ও সংগীত শিল্পীগণ। এদিন অপরাহ্নে বিভিন্ন সংগঠনের কয়েকশত সদস্যের এক বর্ণময় শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে আয়োজিত উৎসবের সূচনা হয়। সন্ধ্যায় চাঁদপাড়া মিলন সংঘ ময়দানের সুসজ্জিত প্রাঙ্গনে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন করে আয়োজিত উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোবিন্দ দাস, ছিলেন সহ সভাপতি ইলা বাক্চি, কর্মাধ্যক্ষ শ্যামল সরকার, চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস, উপ-প্রধান মনিমালা বিশ্বাস, গাইঘাটার জয়েন্ট বিডিও কার্তিক রায়, সংস্কৃতিপ্রেমী কপিল ঘোষ, চন্দ্রকান্ত দাস, প্রবীর কুমার রায়, বাপী হাজরা প্রমুখ কলরব এর সম্পাদক উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের আবির, পলাশ ফুল ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। মিলন সংঘের

সুবিশাল ময়দানে বিভিন্ন সংস্থার নৃত্য শিল্পীগনের নৃত্যানুষ্ঠান এবং অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে সুরবাণী সংগীত সংস্থার ছোট-বড় শিল্পীগনের মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান বসন্ত উৎসবকে মনোগ্রাহী করে তোলে। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে সকলের মাথার উপরে ড্রোনের নজরদারি উপস্থিত সকলের নজর কাড়ে। সুসজ্জিত মঞ্চে স্বনামধন্য সংগীত শিল্পী অর্ঘ্য দত্ত, সঞ্চারী ও তুলসী সাহার সংগীতানুষ্ঠান সংমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

সাগরদীঘির জয়ে চাঁদপাড়া কংগ্রেসের বিজয় মিছিল ও পথসভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি বিধানসভার উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর জয়ে খুশি সারা রাজ্যের কংগ্রেস কর্মীগণ। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে প্রায় ২৪ হাজার ভোটে পরাস্ত করে জয়ী হন জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী বায়রন বিশ্বাস।

দলীয় প্রার্থীর এই বিপুল ভোটে জয়ের আনন্দে সারা রাজ্যের সাথে চাঁদপাড়াতে আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন কংগ্রেস নেতা ও কর্মীগণ। গত ৩মার্চ অপরাহ্নে গাইঘাটা ব্লক-১ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থপ্রতিম রায়ের নেতৃত্বে শতাধিক দলীয় নেতা কর্মীগণ চাঁদপাড়া বাজারে জড়ো হয়ে বিজয় মিছিলে যোগ দেন। রঙিন আবিরে আগাম হোলি খেলেন। কংগ্রেস কর্মী সমর্থকগণ দলীয় পতাকা, ফ্লেক্স, আবির ও স্লোগানে মিছিল বেশ সরগরম হয়ে ওঠে।

বর্ণাঢ্য মিছিল ৩৫নং জাতীয় সড়ক (যশোর রোড) ধরে বিডিও কার্যালয় ঘুরে চাঁদপাড়া বাজার এলেকা পরিক্রমা করে। মিছিলে পা মেলান প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সদস্য শান্তিময় চক্রবর্তী সহ বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, ছিলেন জেলা সিপিআই এম নেতৃত্ব রমেন্দ্র নাথ আঢ্য প্রমুখ।

প্রাথমিক পড়ুয়াদের বসন্ত উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ বসন্ত উৎসবকে সামনে রেখে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চাঁদপাড়া নিম্ন বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ। বসন্ত উৎসব উপলক্ষে ৬ মার্চ সকালে বিদ্যালয় অঙ্গন সাজানো হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে সকলে ফুল- মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শিক্ষক শিক্ষিকাগণ দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। বিদ্যালয়ের কচিকাঁচা পড়ুয়ারা সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য এবং কথায়- কবিতায় দিনটি উদয্াপন করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক রবীন

বিশ্বাস জানান, বিগত ৩ বৎসর যাবৎ তাঁরা বিদ্যালয়ে বসন্ত উৎসব পালন করে আসছেন। এই উৎসবকে ঘিরে বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যে উদ্দীপনা চোখে পড়ে।

সার্থক রামকৃষ্ণ পরমহংসদের স্মরণ অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ১৮৮ তম জন্ম তিথি নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করেন চাঁদপাড়ার নবগঠিত ঢাকুরিয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পরিষেবা কেন্দ্রের সদস্যগন। গত ৫ মার্চ ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের জন্ম জয়ন্তী উৎসব মানুষের সেবায় উৎসর্গ করে নবগঠিত এই সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবি সংগঠনের সদস্যরা। এদিন সকালে চাঁদপাড়া ১নং রেলগেট পাশ্চস্থ প্রাঙ্গনে ঠাকুরের পুজো ও অর্চনার মধ্য দিয়ে দিনভর আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্যোক্তরা এদিন এলেকার কয়েকজন প্রবীণ মানুষকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সংগঠনের সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজ কর্মী ডাঃ চিত্তরঞ্জন বৈরাগী সকলের হাতে ঠাকুরের জীবনী ও অমৃতবাণী পুস্তক তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনীর উপর আলোক পাত করে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক শ্যামল বিশ্বাস ও ঠাকুরের অনুরাগী সুখেন্দু ঘোষ প্রমুখ।

স্বাগত ভাষণে সংগঠনের সভাপতি উত্তম লোধ উপস্থিত সকলেকে অভিনন্দন জানিয়ে নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসূচী তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। এবং দুস্থ মানুষের সেবায় এই পরিষেবা কেন্দ্রের পাশে থাকার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বিনা পারিশ্রমিকে দুস্থ রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন বিনামূল্যে ঔষধও প্রদান করা হয়। ছিল বিনা ব্যয়ে ব্লাড সুগার ও ব্লাড প্রেসার পরীক্ষারও ব্যবস্থা। অপরহ্নে বনগাঁ যোগতীর্থের ঢাকুরিয়া শাখার যোগ প্রশিক্ষনার্থী ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যোগ প্রদর্শন উপস্থিত মানুষজনের প্রশংসা লাভ করে।

এরপর সুসজ্জিত মঞ্চে সংগীত পরিবেশন করেন ঝুনু গুড়িয়া ও প্রতিবন্ধী শিল্পী প্রতীক সরকার। সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মৌশ্রী ভৌমিকের কণ্ঠে

কবিতা আবৃত্তি ও পাড়ার ছোট ছোট নৃত্য শিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠান সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। বক্তব্য রাখেন ঢাকুরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রত্না রায়, পরিশেষে নদীয়া থেকে আগত কণ্ঠ শিল্পীদের গাওয়া লোকসংগীত ও বাউলগানের মধ্য দিয়ে এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। বিশিষ্ট সমাজকর্মী সজল ঘোষের (টিনু) পরিচালনায় এবং অন্যতম সেবক সুজল শীল, অরবিন্দ বিশ্বাস, সাগর মণ্ডল, মধু পাল ও উজ্জ্বল শীল প্রমুখের আন্তরিক প্রয়াসে এদিনের সমগ্র কর্মসূচী সার্থকতা লাভ করে।

HALL MARK

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-র

পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ।

বিশ্বস্ততার আর এক নাম নিউ পি সি জুয়েলার্স

- নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য ২৫০০/- টাকার সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
- আমাদের শোরুমে আছে হালকা ও ভারি আধুনিক ডিজাইনের গহনার সম্ভার।
- আমাদের মজুরী সবার থেকে কম।
- পুরনো সোনার পরিবর্তে হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা পাওয়া যায়।
- এছাড়া প্রতিটি কেনাকাটায় পাচ্ছেন নিউ পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher
- জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরির জন্য যোগাযোগ করুন।
- সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরির জন্য পুরুষ ও মহিলারা যোগাযোগ করুন (বন্দুক সহ ও খালি হাতে— উভয়ের জন্য)।
- Employee দের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।

দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স-এ এসে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স — বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি — মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

COMPUTER & PRINTER REPAIRING

যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।

UNICORN

Mob. : 9734300733

অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST

Tapabrata Sen
Proprietor

F LOGISTICS

7501855980 / 7001727350

futureindialogistics@yahoo.com

Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235

TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Sub- Editor- Haridas Golder** **Editor- Utpal Mallick**